



অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় ভারত সফরকালে সংবাদ মাধ্যমের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

মাত্র গত মাসেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির উত্তেজক ও চাঞ্চল্যকর সমাপ্তি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার সংসদে ভাষণদানকালে আমি প্রবাদপ্রতিম ব্র্যাডম্যান ও তেড্ডুলকরের কথা উল্লেখ

Posted On: 10 APR 2017 12:46PM by PIB Kolkata

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল এবং

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ,

আপনার এই প্রথম ভারত সফরে আমি সানন্দ সন্মোদন জানাই আপনাকে। মাত্র গত মাসেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির উত্তেজক ও চাঞ্চল্যকর সমাপ্তি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার সংসদে ভাষণদানকালে আমি প্রবাদপ্রতিম ব্র্যাডম্যান ও তেড্ডুলকরের কথা উল্লেখ করেছিলাম। বর্তমানে, ভারতের বিরাট কোহলি এবং অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথের বিতর্কিত ক্রিকেট ট্রিগেড। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের ব্যাটিং-এর ক্ষমতাই আপনার এই ভারত সফর সফল হবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ,

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, আমাদের পারস্পরিক বৈঠকগুলির কথা আমি পুরোপুরি ভাবে স্মরণ করতে পারি। দু'দেশের মিলিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলন ঘটেছে ঐ বৈঠকগুলিতে। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে যে বিশেষ আগ্রহ আপনি প্রকাশ করেছেন, আমি তারও বিশেষ প্রশংসা করি। আমরা দু'জনেই এগিয়ে চলেছি আমাদের সহযোগিতার এই যাত্রাপথে। আপনার নেতৃত্বে দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন মাইল ফলক রচনা করতে পেরেছে। কৌশলগত অংশীদারিত্বের নতুন নতুন অগ্রাধিকারকে বাস্তব রূপ দিতে আপনার এই সফর এক বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের সামনে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ,

আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ভারত মহাসাগরের বহমান জলরাশি। আমাদের দুটি দেশের ভাগ্যকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এই মহাসাগর। আমাদের দুটি জাতিরই রয়েছে গণতন্ত্রের নীতি ও মূল্যবোধ এবং আইনের শাসনের প্রতি এক মিলিত আনুগত্য। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের ১২৫ কোটি জনসাধারণের বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং অস্ট্রেলিয়ার দক্ষতা ও ক্ষমতার মিলন ও সমন্বয় আমাদের দু'দেশের সম্পর্কে এক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।

বন্ধুগণ,

আজকের বৈঠকে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সবক'টি ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা ও মত বিনিময় করেছি আমি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। অংশীদারিত্বের এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলতে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ের চুক্তি ও আলোচনাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে আমাদের এই আলোচনা যে ডিআরএস পর্যালোচনার বিষয়ীভূত নয়, তাতে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।

বন্ধুগণ,

দু'দেশের সমাজ ব্যবস্থার সমৃদ্ধিতে শিক্ষা ও উদ্ভাবনের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দুটি দেশই। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আমাদের পারস্পরিক কর্মপ্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি আজ যুক্তভাবে উদ্বোধন করেছি টেরি-ডেকিন গবেষণা কেন্দ্রটি যেখানে ন্যানো এবং জৈবপ্রযুক্তি সম্পর্কে গবেষণাপ্রচেষ্টার কাজ চালানো হবে। আমাদের এই দুটি দেশের মধ্যে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এটি হল তার এক উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের গবেষণা তহবিলটিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্পের ওপর। ন্যানো-প্রযুক্তি, স্মার্ট নগরী, পরিকাঠামো, কৃষি এবং ব্যাধিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে নিয়োজিত হবে আমাদের এই সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রচেষ্টা। ডিটামিন-এ সমৃদ্ধ কলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা বর্তমানে রয়েছে এক পরীক্ষামূলক পর্যায়ে। আরও বেশি পুষ্টির এবং ভালো জাতের ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যে দু'দেশের বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন। আমাদের দু'দেশের বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা প্রচেষ্টার এগুলি হল দুটি উদাহরণ মাত্র। এর সাফল্য দু'দেশের কৃষিজীবী সহ কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন সম্ভব করতুলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডাইস চ্যান্সেলর এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রধানদের এক প্রতিনিধিদল আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাঁদের সকলকেই জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকালে দু'দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সফর বিনিময় কর্মসূচি হয়ে উঠেছে এক উন্মোচনোপায়ী বিষয়। ৬০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছাত্রছাত্রী বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া থেকেও উত্তরোত্তর আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আসছেন ভারতে। ভারতীয় যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে ভারতে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আমার সরকার আগ্রহী। আমাদের এই লক্ষ্যের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে উপায় অনুসন্ধানের জন্য আমি কথা বলেছি প্রধানমন্ত্রী টার্নবুলের সঙ্গে।

বন্ধুগণ,

আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে যে পরিবেশ-অনুকূল করে তোলা প্রয়োজন সেবিষয়ে সহমত জ্ঞাপন করেছি আমি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমরা দু'জনেই বিশেষভাবে আনন্দিত এই কারণে যে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি সহ অন্যান্য শক্তি ক্ষেত্রেও আমাদের আলোচনা ও সহযোগিতার পরিধি আজ ক্রম প্রসারমান। আন্তর্জাতিক সৌর সন্মেলন যোগদানের যেসিদ্ধান্ত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অস্ট্রেলিয়ার সংসদে সমর্থন ও অনুমোদনের পর ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহে অস্ট্রেলিয়া এখন প্রস্তুত।

বন্ধুগণ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমি দু'জনেই স্বীকার করি যে আমাদের দুটি দেশেরই ভবিষ্যৎ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে সুগভীর ভাবে সম্পৃক্ত। এই কারণে একসুরক্ষিত ও নিয়ম-নীতি পরিচালিত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তুলতে আমরা দু'জনেই সহমত ব্যক্ত করেছি। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি জাতিই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস ও সাইবার নিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জগুলি কোন দেশ বা অঞ্চলের গতির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। সুতরাং, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজন এক বিশ্ব প্রচেষ্টা ও প্রকৌশল গড়ে তুলে সমাধানের পথ অন্বেষণ করা। আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞান ও দৃষ্টি আমাদের সাধারণ উদ্বেগের বিষয়গুলিতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নীত হয়েছে এক নতুন উচ্চতায়। নৌ-তৎপরতা ও বিনিময় কর্মসূচির ক্ষেত্রেও আমাদের এই সহযোগিতা প্রচেষ্টা সাফল্য দেখিয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বর্তমানে রয়েছে বেশ অনুকূল পরিস্থিতিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকালে নিরাপত্তা সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি মউ-ও আমরা সম্পাদন করতে পেরেছি। শান্তি,সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। এই কারণে, পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয়ভাবেই কাজ করে যাব আমরা যাতে আমাদের সাধারণ স্বার্থগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

বন্ধুগণ,

আমাদের অংশীদারিত্বের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল দু'দেশের সমাজ ব্যবস্থার নিবিড় বন্ধন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের বসবাস অস্ট্রেলিয়ায়। তাঁদের সমৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল সংস্কৃতি আমাদের এই সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তুলেছে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বহু শহুরে সাধারণের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কনফুয়েন্স' নামের ভারতোৎসব। এর উদ্যোগ-আয়োজনে অস্ট্রেলীয় সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দুটি দেশই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আগামী মাস এবং বছরগুলিতেও এই দুটি জাতির সামনে রয়েছে প্রতিশ্রুতি, সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা। দু’দেশের সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে আমাদের এই বলিষ্ঠ ওনিবিড় কৌশলগত অংশী দারিত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একইসঙ্গে, তা এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার পক্ষেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি আরও একবার আপনাকে স্বাগত জানাই ভারতে। এ দেশে আপনার অবস্থান সফল তথা ফলপ্রসূ হোক এই প্রার্থনা জানাই।

ধন্যবাদ।

আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

(Release ID: 1487812) Visitor Counter : 3

Background release reference

ভারতের বিরাট কোহলি এবং অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথেরি করছেন এক একটি তরুণ ক্রিকেট ব্রিগেড

